শৃঙ্খলা কমিটি ও এর কার্যপরিধি সংক্রান্ত নীতিমালা

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

CamScanner

ফোন : ০২৫৮১৫৩৭৭৪
ফ্যাক্স : ৫৮১৫৩৬৮২
ই-মেইল : drmc-bd@yahoo.com
ওয়েব : www.drmc.edu.bd

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

(শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান)
(স্থাপিত : ১৯৬০ সাল)
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ)-২০২২ ও ২০২৩

শেখ রাসেল পদক

তারিখ : ১৩ নভেম্বর ২০২৩

শৃঙ্খলা কমিটি ও এর কার্যপরিধি সংক্রান্ত নীতিমালা

১। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সকল ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কলেজের ছাত্রদের সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও শৃঙ্খলার মানোন্নয়নের জন্য একটি শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির কার্যপরিধি ও কার্যাবলি সকল ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হলো:

২। কার্যপরিধি

(ক) বিচারের আওতাধীন ব্যক্তি(বর্গ) :
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র।

(খ) বিচারের আওতা :
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শৃঙ্খলাপরিপন্থি যেকোনো কাজ– যার মাত্রা বা গুরুত্ব ফৌজদারি অপরাধ আইনে আমলযোগ্য নয়। কোনো ছাত্র কর্তৃক সংঘটিত কোনো অপরাধ ফৌজদারি দণ্ডবিধি মোতাবেক আমলযোগ্য হলে অপরাধীকে দ্রুততার সাথে অভিভাবককে অবহিতকরণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করতে হবে।

(গ) শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ড বিবেচনার ক্ষেত্রে ছাত্রত্বের মেয়াদ :
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র (যে কলেজ থেকে বদলিপত্র গ্রহণ করেনি)। কোনো ছাত্র বদলিপত্র গ্রহণ করার পর শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত হলে সেই কর্মকাণ্ডের জন্য উক্ত ছাত্রকে কলেজের শৃঙ্খলা কমিটি তদন্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তলব করবে না।

(ঘ) শৃঙ্খলা কমিটির বিচারিক ক্ষমতা (Jurisdictions) :
কমিটি কলেজের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্য পরিচালনার পর প্রাপ্ত তথ্যাদি বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য অধ্যক্ষের নিকট তা প্রতিবেদন আকারে পেশ করবে এবং কলেজের সকল ছাত্রের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অধ্যক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করবে। অধ্যক্ষ শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ ও মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্য বোর্ড অব গভর্নরস এর সভায় উপস্থাপন করবেন।

৩। বিচার প্রক্রিয়া

(ক) অভিযোগ গঠন :
i) মৌখিক অভিযোগ দায়ের- অভিযোগকারী কমিটির নিকট প্রাথমিকভাবে মৌখিকভাবে অভিযোগ দায়ের করবেন। এক্ষেত্রে কমিটি উক্ত অভিযোগের অডিও/ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ করবে।
ii) লিখিত অভিযোগ দায়ের- অভিযোগকারী মৌখিক অভিযোগের পাশাপাশি লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। কমিটি সাদা কাগজে অভিযোগকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ সংবলিত অভিযোগনামা গ্রহণ করবে।

(খ) জবানবন্দি গ্রহণ/জিজ্ঞাসাবাদ :
i) অভিযোগকারীর জবানবন্দি
ii) অভিযুক্ত ছাত্রের জবানবন্দি
iii) সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ

CamScanner

(গ) প্রামাণ্য দলিলাদি :
i) প্রদর্শনী/আলামত- অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত বস্তু/দ্রব্য/জিনিস (Exhibits)
ii) সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও আলামত
iii) স্থির চিত্র/ ভিডিও
iv) কথোপকথনের রেকর্ড
v) শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্র/ছাত্রগণ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তা (Message) আদান-প্রদানের রেকর্ড
vi) মোবাইল ফোনের কললিস্ট
vii) হাতের লেখা
viii) বিবিধ

(ঘ) কমিটি কর্তৃক উদঘাটিত তথ্যাবলি :
কমিটি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ছাত্রের জবানবন্দি, বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য, আলামত এবং সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি (Facts and Information) যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে।

(ঙ) কমিটি কর্তৃক তথ্যাবলি বিশ্লেষণ ও মতামত :
কমিটি অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ছাত্রের জবানবন্দি, বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য, আলামত এবং সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করবে।

(চ) কমিটির সুপারিশ :
১। কমিটি প্রাপ্ত তথ্যাদি ও আলামত বিশ্লেষণ করে প্রদত্ত মতামতের আলোকে অধ্যক্ষ বরাবর সুপারিশ পেশ করবে। সুপারিশ উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে কমিটি অভিযুক্তের শৃঙ্খলাভঙ্গের ধরন/গুরুত্ব হিসেবে 'লঘু' অথবা 'গুরু' উল্লেখ করবে। অধ্যক্ষ শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করত 'গুরু' অপরাধের ক্ষেত্রে নিচের ছকে উল্লেখিত দণ্ড অনুযায়ী শাস্তি/ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। ছক নিম্নে দেয়া হলো

রেজিস্টার : ছাত্রদের শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ড (গুরুদণ্ড মাত্রার)

ক্র. ন.	ছাত্রের বিবরণ	আনীত অভিযোগ	সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কমিটির মতামত	শৃঙ্খলা কমিটির মতামত/সুপারিশ	অধ্যক্ষ কর্তৃক দেয় শাস্তি/বিওজিতে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ	চূড়ান্ত শাস্তি
১।	নাম : কলেজ নম্বর : শ্রেণি : সেকশন : ভার্সন : শাখা : প্রভাতি/দিবা আবাসিক/অনাবাসিক হাউস : শিক্ষাবর্ষ :					

২। 'লঘু' অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট শাখার (প্রভাতি/দিবা) ও উইং (সিনিয়র/জুনিয়র) এর উপাধ্যক্ষ শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রের নাম, কলেজ নম্বর, শ্রেণি, শাখা, হাউস ও ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত রেজিস্টারে নিবন্ধন করবেন। শৃঙ্খলাভঙ্গকারী যেকোনো ছাত্রের আচরণের ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপাধ্যক্ষ উক্ত রেজিস্টার যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

CamScanner

রেজিস্টার : ছাত্রদের শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ড (লঘুদণ্ড মাত্রার)

ক্র. ন.	শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রের বিবরণ	শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ঘটনাস্থল ও তারিখ	শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডের ধরন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	গৃহীত ব্যবস্থা	শ্রেণিশিক্ষক/ শৃঙ্খলা কমিটির মতামত/সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট উপাধ্যক্ষের সুপারিশ ও স্বাক্ষর	অধ্যক্ষের পরামর্শ ও অনুমোদন
	নাম : কলেজ নম্বর : শ্রেণি : সেকশন : ভার্সন : শাখা : প্রভাতি/দিবা আবাসিক/অনাবাসিক হাউস : শিক্ষাবর্ষ :	ঘটনাস্থল : তারিখ :					

৩। জুনিয়র উইংয়ে অধ্যয়নকালে কোনো ছাত্র কোনো 'লঘু' অথবা 'গুরু' মাত্রার শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে অভিযুক্ত হলে ও পরে উত্তীর্ণ হয়ে সিনিয়র উইংয়ে অধ্যয়ন করলে সিনিয়র উইংয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টারে উক্ত ছাত্রের জন্য বরাদ্দকৃত স্থানে তার পূর্বের আচরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজন করা হবে– যাতে পরবর্তী শ্রেণিসমূহে তার তুলনামূলক আচরণ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা যায়।

৪। এছাড়া কোনো ছাত্রকে কলেজ কর্তৃক বদলিপত্র (Transfer Certificate) অথবা এই কলেজে তার ছাত্রজীবন সমাপনান্তে প্রশংসাপত্র (Testimonial) প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত রেজিস্টার রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হবে।

শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডের তালিকা-'ক'
(লঘুদণ্ড)

শৃঙ্খলাভঙ্গের ধরন/প্রকৃতি	গৃহীতব্য ব্যবস্থা
মনোদৈহিক শৃঙ্খলা লংঘন :	
১। এ কলেজের নিয়মে মাথার চুল না কেটে শ্রেণিকক্ষে/পরীক্ষাকক্ষে উপস্থিত হওয়া	মৌখিকভাবে সতর্ক করা ও প্রয়োজনে কলেজের নিজস্ব নাপিত দ্বারা চুল কাটানোর ব্যবস্থাকরণ
২। খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৩। নখ না কাটা / লম্বা নখ রাখা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৪। নামাজের উদ্দেশ্যে হাউস/শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে মসজিদে/নামাজকক্ষে না গিয়ে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্রের দোষ স্বীকারপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ
উপস্থিতি সংক্রান্ত শৃঙ্খলা লংঘন :	
১। অ্যাসেম্বলির সময় অ্যাসেম্বলিতে যোগদান না করে ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রেণিকক্ষে/টয়লেটে/অন্যত্র অবস্থান করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্রের দোষ স্বীকারপূর্বক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ
২। শ্রেণিকক্ষে যথাসময়ে উপস্থিত না হয়ে শুধু ব্যবহারিক ক্লাস/শ্রেণি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হওয়া	০৩ (তিন) দিনের কম অনুরূপ আচরণ করলে উক্ত দিন/দিনসমূহের জন্য নির্ধারিত জরিমানা প্রদান। ০৩ দিনের বেশি অনুরূপ আচরণ করলে সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ

CamScanner

৩। অবকাশের পর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে হাউসে উপস্থিত না হওয়া	০৩ (তিন) দিনের কম অনুরূপ আচরণ করলে উক্ত দিন/দিনসমূহের জন্য নির্ধারিত জরিমানা প্রদান। ০৩ দিনের বেশি অনুরূপ আচরণ করলে সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
৪। কোনো আবাসিক ছাত্র অনুমতি ব্যতীত হাউসে অবস্থান না করে শ্রেণিপাঠ গ্রহণ করলে	০৩ (তিন) দিনের কম অনুরূপ আচরণ করলে উক্ত দিন/দিনসমূহের জন্য নির্ধারিত জরিমানা প্রদান। ০৩ দিনের বেশি অনুরূপ আচরণ করলে সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ। আবশ্যিক আবাসিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে ভর্তি বাতিলকরণ
পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা লংঘন :	
১। স্যান্ডেল, কেড্স/অনুমোদনহীন জুতা/মোজা পরিধান	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
২। নেইমট্যাগ ব্যবহার না-করা / ব্যাজবিহীন শার্ট পরিধান করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৩। নির্দেশনা অনুযায়ী হাফ হাতা/ফুলহাতা শার্ট/সোয়েটার পরিধান না করা এবং ব্যবহারিক ক্লাসে অ্যাপ্রন পরিধান না-করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৪। জুনিয়র ছাত্রের হাফপ্যান্ট হাঁটুর নিচে পরিধান করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৫। শার্ট প্যান্টের ভিতর না গুঁজে খোলা অবস্থায় পরিধান করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৬। নির্ধারিত বেল্ট/স্যান্ডো গেঞ্জি পরিধান না-করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৭। হাউসে নির্ধারিত পোশাক পরিধান না করা/ খেলাধুলার সময় নির্ধারিত পোশাক পরিধান না-করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
আচরণগত শৃঙ্খলা লংঘন :	
১। সিট প্ল্যান মোতাবেক আসন গ্রহণ না করা/সামনের বা পেছনের সিটে বসার লক্ষ্যে সহপাঠীর বই-ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলা/সরিয়ে দেওয়া	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
২। ইচ্ছাকৃতভাবে টিফিন/টিফিনের মোড়ক ফেলে শ্রেণিকক্ষ/করিডোর/সিঁড়ি/ক্যাম্পাস নোংরা করা	মৌখিকভাবে সতর্ক করা এবং পরবর্তী পর্যবেক্ষণে রাখা। ০৩ দিন মৌখিকভাবে সতর্ক করার পরও সমস্যার সমাধান না হলে ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৩। ক্লাস চলাকালীন অহেতুক জোরে কথা বলা/অযাচিত শব্দ করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ
৪। ক্লাস চলাকালীন অনুমোদনহীনভাবে বাইরে/করিডোরে ঘোরাফেরা করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ

CamScanner

৫। ক্লাসক্যাপ্টেনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা/শ্রেণিশৃঙ্খলার স্বার্থে তার যুক্তিসংগত নির্দেশনা/অনুরোধ অমান্য করা / বুলিং (Bullying) করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ
৬। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের সাথে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার/অঙ্গভঙ্গি করা/ বুলিং (Bullying) করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৭। ক্লাসে অননুমোদিত বইপত্র/খেলাধুলার সামগ্রী (ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, ক্রিকেট ও টেনিস বল, দাবা, কার্ড ইত্যাদি)/পোশাক/ধারালো বস্তু (ছুরি, চাকু, এন্টিকাটারব্লেড ইত্যাদি) নিয়ে আসা/ব্যবহার করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৮। ক্লাসে/পরীক্ষাকক্ষে স্মার্টফোন নিয়ে আসা এবং ছাত্র/শিক্ষকের ছবি তোলা/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চ্যাট করা/ব্যবহার করা	স্মার্টফোন অথবা অনুরূপ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস জব্দ করা। সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৯। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় বিরক্ত করলে, পাঠে অমনোযোগী হলে পাঠ্য উপকরণ না আনলে, বাড়ির কাজ না আনলে, বাড়ির পড়া না পড়লে, শিক্ষকের সঙ্গে বেয়াদবি করলে, বিলম্বে উপস্থিতির পুনারাবৃত্তি করলে, অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের আবেদনপত্র না আনলে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করলে	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
১০। কোনো ছাত্রের/নিজ সহপাঠীর আনা টিফিন নষ্ট করা/বিনা অনুমতিতে খেয়ে ফেলা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
১১। শ্রেণিকক্ষের হোয়াইটবোর্ড, বাথরুম, কলেজের দেয়াল, লেকচার স্ট্যান্ড অথবা বেঞ্চসহ যেকোনো জায়গায় অযাচিত/অনাকাঙ্ক্ষিত ছবি আঁকা/এঁকে রাখা অথবা মন্তব্য/উক্তি/বাক্য লিখে রাখা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান, সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক নিজ দায়িত্বে মুছে ফেলার ব্যবস্থাকরণ
১২। হাউসমাস্টার/হাউসটিউটর/শ্রেণিশিক্ষকের অনুমতি ব্যতীত কোনো প্রিফেক্ট/সিনিয়র ছাত্র কোনো জুনিয়র ছাত্রকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো/করানোর আদেশ দেওয়া- যা Ragging তুল্য	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
১৩। কলেজ আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় ব্যতীত কলেজে আসা-যাওয়া বা অন্য কোনো সময়ে মাঠ দিয়ে যাতায়াত করা	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
১৪। নামাজের সময় ব্যতীত মসজিদের সামনের রাস্তা এবং বিনা অনুমতিতে টিচার্স কোয়ার্টারের সামনের রাস্তা দিয়ে চলাচল	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান

শৃঙ্খলাপরিপন্থি কর্মকাণ্ডের তালিকা-'খ'

(গুরুদণ্ড)

শৃঙ্খলাভঙ্গের ধরন/প্রকৃতি	গৃহীতব্য ব্যবস্থা
১) শ্রেণিশিক্ষক/বিষয়শিক্ষক/হাউস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক করা/অমার্জিত আচরণ/অশালীন ভাষা ব্যবহার করা/অবাধ্য হওয়া	সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক দোষ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চেয়ে তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কীকরণ এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
২) ক্লাসে সহপাঠীদেরকে টিজ করা/মানসিকভাবে হেয় করে আনন্দ পাওয়া/বুলিং (Bullying) করা	এক সপ্তাহের জন্য ক্যাম্পাস টিসি এবং উক্ত সংখ্যক দিনের জন্য নির্ধারিত হারে জরিমানা আদায় এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান

CamScanner

৩) সহপাঠী/কলেজের অধ্যয়নরত যে কোনো ছাত্রকে ভয় দেখানো/হুমকি-ধামকি দেওয়া/অনর্থক হয়রানি করা	এক সপ্তাহের জন্য ক্যাম্পাস টিসি, উক্ত সংখ্যক দিনের জন্য নির্ধারিত হারে জরিমানা আদায় এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৪) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কারো (ছাত্র/শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী/অভিভাবক) সম্পর্কে কুৎসা রটনা/মানহানি/সামাজিকভাবে হেয় করা	অব্যবহিত পরবর্তী পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ক্যাম্পাস টিসি/ভর্তি বাতিল
৫) প্রতি মাসে ০৩ দিন বা পরপর ০৩ দিন বা তার বেশি শ্রেণিকক্ষে বা হাউসে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
৬) শ্রেণিকক্ষে/হাউসে মারামারি করে/প্রহার অথবা শারীরিক হেনস্থা করে অন্য ছাত্রকে আহত করা অথবা ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্রের মারামারি করার অভিযোগ প্রশাসন বরাবর উপস্থাপন এবং দাখিলকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হলে	স্থায়ী টিসি প্রদান
৭) কলেজের কোনো সম্পদের ক্ষতিসাধন করা	ক্ষতিকৃত সম্পদমূল্যের ০৩ (তিন) গুণ পরিমাণ জরিমানা এবং ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক মুচলেকা প্রদান
৮) কলেজ ক্যাম্পাসের যেকোনো স্থানে ধূমপান করা/কলেজ ড্রেস পরিহিত কোনো ছাত্র ক্যাম্পাসের বাইরে ধূমপানরত অবস্থায় হাতে নাতে ধরা পড়া	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
৯) কলেজ ক্যাম্পাসের যেকোনো স্থানে ইভটিজিং করা/ইভটিজিং এর সহযোগী হওয়া/কলেজ ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ক্যাম্পাসের বাইরে ইভটিজিং করা অথবা ক্যাম্পাসের বাইরে থেকে কোনো ছাত্রের বিরুদ্ধে ইভটিজিং এর অভিযোগ প্রশাসন বরাবর উপস্থাপন এবং দাখিলকৃত অভিযোগ প্রমাণিত হলে	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
১০) শিক্ষকের স্বাক্ষর নকল করে ব্যবহারিক অথবা অন্য কোনো বিষয়ের খাতা পরীক্ষার সময় উপস্থাপন করা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র কর্তৃক ব্যবহারিক খাতা পুনরায় প্রস্তুত করা
১১) ক্লাস চলাকালীন বিনা অনুমতিতে শ্রেণিকক্ষ/ক্যাম্পাস ত্যাগ করা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
১২) হাউস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত হাউস ত্যাগ করা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ। অনুরূপ শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে স্থায়ী টিসি প্রদান
১৩) কলেজের যেকোনো পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করা	স্থায়ী টিসি প্রদান
১৪) কলেজে যেকোনো পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে কাউকে সহায়তা করা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
১৫) কোনো ছাত্রের/শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর অথবা কলেজের কোনো জিনিস চুরি করা	স্থায়ী টিসি প্রদান
১৬) কোনো ছাত্রের/শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর অথবা কলেজের কোনো জিনিস চুরিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
১৭) কলেজ ক্যাম্পাসের যে কোনো স্থানে মদ্যপান করা/গাঁজা সেবন করা/ড্রাগ গ্রহণ করা/যেকোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা অথবা বহন করা অথবা নিজের কাছে রাখা অথবা বিক্রি করা অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রাখা	স্থায়ী টিসি প্রদান
১৮) কলেজের কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশালীন বার্তা প্রেরণ/বিনিময় করা	স্থায়ী টিসি প্রদান

CamScanner

১৯) কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এরকম কোনো কাজে সম্পৃক্ত থাকা/হওয়া	স্থায়ী টিসি প্রদান
২০। কোনো ছাত্র/ছাত্ররা কলেজ কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে অথবা আন্দোলন করতে কাউকে উষ্কানি দিলে	আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র/ছাত্রদেরকে স্থায়ী টিসি প্রদান এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সাময়িক ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ
২১। একই শ্রেণির অথবা জুনিয়র-সিনিয়র ছাত্রদের মধ্যে অবৈধ/অগ্রহণযোগ্য আর্থিক লেনদেন সংঘটিত হওয়া	সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল, পুনঃভর্তি ফি এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে পুনঃভর্তিকরণ

নোট : উপর্যুপরি লঘু মাত্রায় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে (ক) ডিটেনশন (খ) সতর্কপত্র এবং ছাত্র ও অভিভাবকের মুচলেকা (গ) জরিমানা (ঘ) সাময়িকভাবে ভর্তি বাতিল ও পুনঃভর্তি ফি প্রদান (ঙ) ক্যাম্পাস টিসি এবং (চ) সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত বদলিপত্র (স্থায়ী টিসি) প্রদান করা যেতে পারে।

Anti Bullying Committee (ABC) ও শৃঙ্খলা কমিটির কাজের সমন্বয় :

কোনো ছাত্র বুলিং/র‍্যাগিংয়ের শিকার হলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী ছাত্র/ছাত্রের অভিভাবক শ্রেণিশিক্ষক/হাউসমাস্টারকে জানাবেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে কলেজের জনসংযোগ কর্মকর্তার (PRO) নিকট নির্ধারিত ফরমে লিখিত অভিযোগ উপস্থাপন করবেন। উক্ত অভিযোগনামা Anti Bullying Committee (ABC) কলেজের শৃঙ্খলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে। তবে অভিযোগকারীর অভিযোগ গুরুতর বলে বিবেচিত হলে Anti Bullying Committee ছাত্র/অভিভাবকের অভিযোগনামা সরাসরি অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করবে। অধ্যক্ষ মহোদয় তা শৃঙ্খলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। শৃঙ্খলা কমিটি বুলিং/র‍্যাগিংয়ের ধরন/মাত্রা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট সুপারিশসহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদনের পর শৃঙ্খলা কমিটি অভিযুক্ত ছাত্রসহ তার অভিভাবককে তা অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য শ্রেণিশিক্ষকের নিকট সকল কাগজপত্র হস্তান্তর করবে।

Bullying & Ragging Reporting and Action Flow Chart :

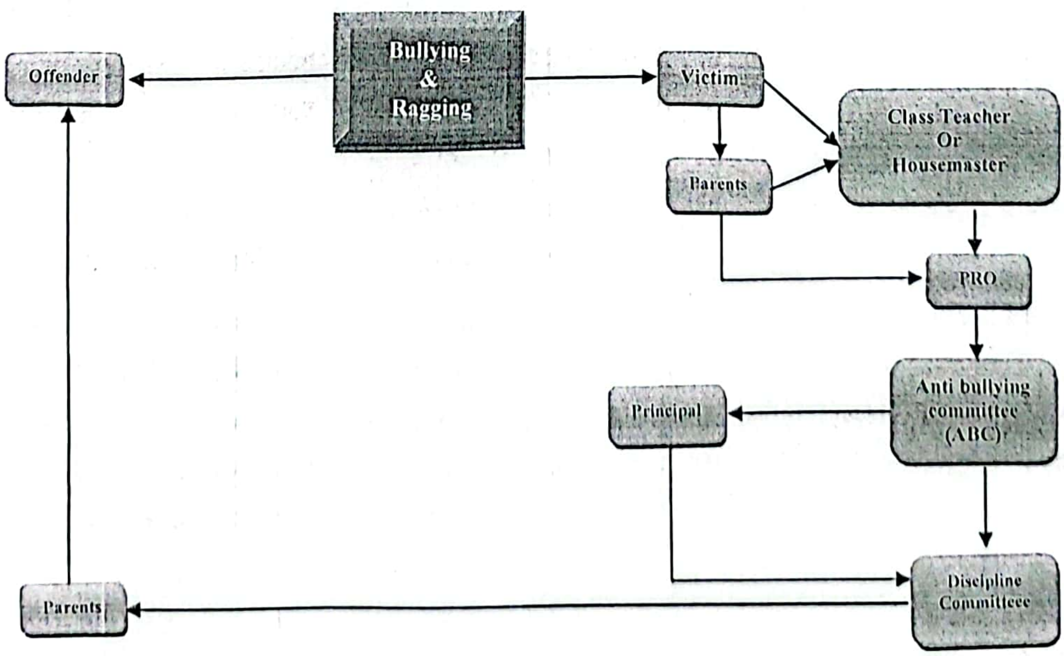

CamScanner

শ্রেণিশিক্ষক/হাউসমাস্টারের ভূমিকা :

শ্রেণিশিক্ষক/হাউসমাস্টারগণ তাঁদের ছাত্রদের আচরণের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ নথিবদ্ধ করত যথাযথ সংরক্ষণ করবেন এবং নতুন বছরের শুরুতে পরবর্তী শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষকের/নতুন হাউসের হাউসমাস্টারের নিকট প্রেরণ করবেন। তাঁরা তাঁদের ছাত্রদেরকে সতর্কপত্র প্রদান, ছাত্র ও অভিভাবকের নিকট হতে মুচলেকা গ্রহণ, জরিমানা আদায়, পুনঃভর্তিকরণ ও টিসি প্রদানসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদন ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁরা ছাত্রদের আচরণগত শৃঙ্খলা ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপাধ্যক্ষ/পেট্রনের পরামর্শ গ্রহণ করার পাশাপাশি উপাধ্যক্ষ, পেট্রন ও কলেজ প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। এছাড়া তাঁরা নিজ শ্রেণি/হাউসের ছাত্রের ব্যাপারে শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ/অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

টীকা :

১) শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ছাত্রকে ক্যাম্পাস টিসি প্রদান করা হলে সে শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণ করতে পারবে না। সে শুধু পরীক্ষার সময় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২) অভিযুক্ত কোনো ছাত্রকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হলে উক্ত সতর্কীকরণ এর রেকর্ড সংরক্ষণের সুবিধার্থে এসএমএস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের অভিভাবককে সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

৩) কোনো অভিযুক্ত ছাত্র পরপর ০৩ বার মৌখিক সতর্কতা পেলে তাকে এক বা একাধিক দিনের ডিটেনশন প্রদান করাসহ তার নামে লিখিত সতর্কতাপত্র ইস্যু করতে হবে এবং অনুরূপভাবে পরপর ০৩ বার লিখিত সতর্কতা পেলে উক্ত ছাত্রকে ০১ দিনের জরিমানা প্রদান করতে হবে। অনুরূপভাবে ০৩ দিনের জরিমানা প্রদান এর মতো শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে উক্ত ছাত্রের ভর্তি সাময়িকভাবে বাতিল হয়ে যাবে ও তাকে পুনঃভর্তি ফি প্রদান করে ছাত্রত্ব বজায় রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে সন্তান/পোষ্য ভবিষ্যতে এরকম শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজ করবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক মুচলেকা প্রদান করবেন।

৪) অনুরূপভাবে কোনো ছাত্র কর্তৃক অনুরূপ অথবা ভিন্ন কোনো লঘু মাত্রায় শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা পরপর ০৩ বার সাধিত হলে তাকে গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং গুরুদণ্ডের তালিকা 'খ' অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনো ছাত্র কর্তৃক পরপর ০৩ বার কৃত লঘু মাত্রার শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে।

৫) **ডিটেনশন** : শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত কোনো ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রেষণামূলক 'ডিটেনশন' প্রদান করা যেতে পারে। 'ডিটেনশন' বলতে শ্রেণিপাঠদান শুরু হওয়ার আগে বা পরে ক্যাম্পাসের কোনো অ্যাকাডেমিক ভবনের কোনো কক্ষে (শ্রেণিকক্ষ/কলেজ লাইব্রেরি/শিক্ষক মিলনায়তনে) সংশ্লিষ্ট ছাত্রের বাধ্যতামূলক অবস্থান করাকে বোঝাবে। 'ডিটেনশন' ব্যবস্থা শিক্ষাকার্যক্রমের অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ছাত্রকে ডিটেনশনকালীন লেখাপড়ার কাজে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

'ডিটেনশন' কার্যক্রম তদারকির জন্য একজন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত থাকবেন। লাইব্রেরিতে 'ডিটেনশন' প্রদান করা হলে লাইব্রেরিয়ান/সহকারী লাইব্রেরিয়ান বা সেখানে নিযুক্ত কর্মচারী ডিটেনশন কার্যক্রম তদারকিতে নিযুক্ত থাকবেন। শ্রেণিকক্ষে বা শিক্ষক মিলনতায়নে 'ডিটেনশন' দেওয়া হলে উক্ত দিনে কর্তব্যরত ডিউটি টিচার 'ডিটেনশন' কার্যক্রম তদারকি করবেন। হাউসে 'ডিটেনশন' প্রদান করা হলে হাউসমাস্টার/হাউসটিউটর/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী 'ডিটেনশন' কার্যক্রম তদারকি করবেন।

CamScanner

কোনো অভিযুক্ত ছাত্রকে প্রতিদিন ০১ (এক) ঘণ্টার বেশি 'ডিটেনশন' প্রদান করা যাবে না। অভিযুক্ত ছাত্রকে 'ডিটেনশন' প্রদান করা হলে তার অভিভাবক বা পিতা-মাতাকে শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক 'ডিটেনশন' এর তারিখ ও সময় অগ্রিম অবহিত করতে হবে। অভিযুক্ত ছাত্র 'ডিটেনশন' ব্যবস্থা পালনে অপারগ হলে অথবা 'ডিটেনশন' এর তারিখ ও সময়ে অনুপস্থিত থাকলে তাকে ০১ (এক) দিনের জরিমানা প্রদান করতে হবে। অনুরূপভাবে পরপর ০৩ (তিনটি) 'ডিটেনশন' এ অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের ভর্তি বাতিল ও পুনঃভর্তি ফি প্রদান করতে হবে। অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে 'ডিটেনশন' ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর সে অসুস্থ হলে তার 'ডিটেনশন' কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে; সে সুস্থ হওয়ার পর তার 'ডিটেনশন' কার্যক্রম যথারীতি বলবৎ হবে। অভিযুক্ত ছাত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে তাকে প্রদত্ত 'ডিটেনশন' কার্যক্রম রহিত করা যেতে পারে।

৬) শৃঙ্খলাপরিপন্থি কাজের জন্য কোনো ছাত্র সংশ্লিষ্ট কমিটির বিচারে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তা সকল শ্রেণি ও শাখায় নোটিশ আকারে জানাতে হবে। এছাড়া সাপ্তাহিক সমাবেশে এ সংক্রান্ত ঘোষণা প্রদান করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা অন্যান্য ছাত্রদের সতর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

৪। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হল।

৫। বিষয়টি অতিব জরুরী।

কাজী শামীম ফরহাদ
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
অধ্যক্ষ
তারিখ: ১৬.১১.25

পত্র নং-প্রশাঃ/ ২৩-৩৯২৫

<u>অবগতি ও বিতরণ</u>:

১। উপাধ্যক্ষবৃন্দ
২। সকল ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক
৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা
৬। কলেজ ওয়েবসাইট
৭। ডাক ফাইল

CamScanner